

## ৬৪. স্মৃতি ও তার উপাদান (Memory and Factors of Memory)

অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়াগুলিকে যথাসম্ভব পুনরুদ্ধার করার সামর্থ্যকে বলে স্মৃতি (memory)। 'স্মৃতি' শব্দটি সাধারণত দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয় — 'সংরক্ষণ-সামর্থ্য' ও 'পুনরুৎপাদন-সামর্থ্য'। সংরক্ষণ সামর্থ্য হল 'মনে রাখার সামর্থ্য' আর পুনরুৎপাদন-সামর্থ্য হল 'মনে করার সামর্থ্য'। কাজেই, সাধারণ অর্থে 'স্মৃতি' বলতে আমরা কখনো 'মনে রাখার সামর্থ্য'কে, আবার কখনো 'মনে করার সামর্থ্যকে' বুঝি। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে 'স্মৃতি' বলতে এ দুটি সামর্থ্যকেই একত্রে ধরা হয়।

স্মৃতিকে বিশ্লেষণ করলে পাঁচ প্রকার মানস-ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় : (১) শিক্ষণ (learning) (২) সংরক্ষণ (retention), (৩) পুনরুৎপাদন (reproduction), (৪) প্রত্যভিজ্ঞা (recognition) ও (৫) স্থান-কাল নির্দেশ (localisation of space and time)।

(১) শিক্ষণ : কোন বিষয় স্মরণ করতে হলে সেই বিষয়টিকে পূর্বে ভালো করে দেখতে হয় অথবা শিখতে হয়। যে বিষয় ভালো করে দেখিনি অথবা শিখিনি, যে বিষয় সম্পর্কে আমাদের কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই, তাকে স্মরণ করার কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। স্মৃতির উপাদান যে

প্রতিরূপ তা পেতে হয় পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে বা পূর্ব-শিক্ষণ থেকে। পুরীর সমদ্রতট আমরা তখনই স্মরণ করতে পারি যদি তাকে আমরা পূর্বে ভালো করে দেখে থাকি। 'সোনার তরী' কবিতাটি আমরা তখনই স্মরণ করতে পারি যদি পূর্বে সেই কবিতাটিকে আমরা ভালো করে শিখে থাকি।

(২) সংরক্ষণ : কোনো কিছু ভালো করে দেখার পর অথবা ভালো করে শেখার পর তার প্রতিরূপকে মনের মধ্যে সংরক্ষিত করতে হয় অর্থাৎ ধরে রাখতে হয়। শিক্ষণ যত ভালো হয়, সংরক্ষণও তত ভালো হয়। যে বিষয় ভালো করে আয়ত্ত করা হয়নি, তার প্রতিরূপ মনের মধ্যে অস্পষ্ট আকারে থাকে এবং ক্রমশ তা মন থেকে মুছে যায়। শিক্ষালব্ধ বিষয়টিকে প্রতিরূপের আকারে ভালোভাবে সংরক্ষিত করতে না পারলে ভবিষ্যতে তাকে স্মরণে আনা সম্ভব হয় না। কাজেই সংরক্ষণ বা ধারণক্রিয়া স্মৃতির একটি মুখ্য অঙ্গ।

(৩) পুনরুৎপাদন : পূর্ব-অভিজ্ঞতাকে মনের মধ্যে ধারণ বা সংরক্ষণ করতে পারলেই স্মরণ হয় না, সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করাও প্রয়োজন। স্মৃতিকে সম্ভব করতে হলে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে যেমন 'মনে রাখতে' হবে, তেমনি তাদের আবার 'মনে করতেও' হবে। মনের মধ্যে সংরক্ষিত অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলিকে যথাযথভাবে পুনরুদ্ধারিত করাই হল স্মৃতি। কাজেই সংরক্ষণের ন্যায় পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়াও স্মৃতির একটি মুখ্য অঙ্গ।

(৪) প্রত্যভিজ্ঞা : প্রতিরূপ সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদনও স্মৃতির পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে বিষয়টি প্রতিরূপের মাধ্যমে পুনরুৎপাদিত হয়, তা যে স্মরণকর্তারই পূর্ব-অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ— এমন বোধও থাকা প্রয়োজন। 'যাকে আগে জেনেছি তাকেই এখন আবার জানছি'— এমন বোধ বা জ্ঞানকে বলে 'প্রত্যভিজ্ঞা'। প্রত্যভিজ্ঞা স্মৃতির একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। 'প্রত্যভিজ্ঞা' বলতে বোঝায় 'পরিচিতি বোধ' এবং পরিচিতি বোধের সঙ্গে অহং-চেতনা যুক্ত থাকে। কাজেই অহং চেতনাও স্মৃতির একটি অপরিহার্য শর্ত।

(৫) স্থান-কাল নির্দেশ : স্মরণ-ক্রিয়া তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন বিষয়টির স্থান-কাল নির্দেশ করা যায়। যে বিষয়টিকে আমরা স্মরণ করি তাকে কোথায় এবং কখন দেখেছি তা নির্দেশ করতে না পারলে স্মৃতির সঙ্গে কল্পনার কোন পার্থক্যই থাকে না। স্মৃতির বিষয়বস্তুটি যে কোন এক সময়ে ছিল বা ঘটেছিল — এমন বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন, এবং সেক্ষেত্রে বিষয়টির স্থান-কাল নির্দেশ না করলে চলে না। 'সোনার তরী' কবিতাটি স্মরণ করার সময় যদি আমরা মনে করতে না পারি— কোথায়, কোন্ কাব্যগ্রন্থ থেকে এবং কবে কবিতাটি আয়ত্ত করেছি— তাহলে তাকে 'স্মৃতি' বলা যাবে না। বস্তুত স্থান, কাল-নির্দেশ করা না গেলে পরিচিতি বোধই দেখা দেয় না এবং পরিচিতি বোধ না ঘটলে প্রত্যভিজ্ঞাও জন্মায় না। প্রত্যভিজ্ঞার মধ্যেই স্থান-কালের ইঙ্গিত থাকে।

কাজেই স্মৃতি-রূপ মানস ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি যে সব স্তর পাওয়া যায় তা হল, শিক্ষণ, প্রতিরূপ সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদন, প্রত্যভিজ্ঞা ও অতীত অভিজ্ঞতার স্থান-কাল নির্দেশ।